20 JAN 2013

যায়যায়দিন

তারিখ 20 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

খেপুপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভেঙ্গে পড়ার আশংকায়

■ মোহসীন পারভেজ, কলাপাড়া (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা

কলাপাড়া পৌর শহরের মডেল খেপুপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দেড় সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা প্রতিদিন মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে ক্লাস করছে। ৫১ বছর আগে নির্মিত বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনটির বিভিন্ন কক্ষের ছাদের প্লাস্টার খসে পড়া ছাড়াও ভবনের মূল পিলার ভেঙে যাওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করতে হচ্ছে।

আন্ধারমানিক নদীর তীর ঘেঁষে ১৯৩০ সালে এম ই স্কুল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৪৪ সালে উচ্চ ইংরেজী স্কুল হিসাবে খেপুপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৬০-৬১ সালে এ দ্বিতল ভবনটি নির্মাণ করা হলেও বর্তমানে তা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ইতিমধ্যে ভবনের ১২টি কক্ষের অধিকাংশ কক্ষের ছাদের প্লাস্টার খসে পড়ে প্রতিদিন ক্লাস চলাকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের মাথায় ইটের টুকরা, বালু খসে পড়ছে। ভবনের প্রটেকশন পিলারগুলোর এক তৃতীয়াংশ ভেঙে গেছে। ভবনের প্লাস্টার খসে রড বের হয়ে গেছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসা শিক্ষা, এস এস সি ভোকেশনাল ৪টি ট্রেড-এ এক হাজার সাতশ' শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে। এ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র হাবিব জানায়, আমরা ক্লাসে যত না শিক্ষক ও বইয়ের দিকে না তাকাই তার চেয়ে বেশি তাকাই ছাদের দিকে। ক্লাসে বসলেই ছাদ থেকে বালু পড়ে জামা-প্যান্ট নষ্ট হয়ে যায়। খাতায় লিখতে শুরু করলে বালুর কারণে অনেক নষ্ট হয়ে যায়।

মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক কে এম রুহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত (স্মারক নং মাউশি/৩০৬মডেল বিবিধ/০১/১৭৯) চিঠিতে জানা যায়, খেপুপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলের আওতায় নেয়া হয়েছে। কিন্তু এর কার্যক্রম গত এক বছরেও শুরু না হওয়ায় ভগ্নদশা এ ভবনে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি ক্রমশ বাড়ছে। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাদাত হোসেন বিশ্বাস জানান, বিদ্যালয় ভবনের যে অবস্থা তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নিয়মিত ক্লাস করা ও শিক্ষক-অভিভাবকদের নিয়ে মিটিং করা সত্যিই বিপজ্জনক হয়ে গেছে। প্রতিদিনই কোন না কোন ক্লাসের ছাদ থেকে প্লাস্টার খসে পড়ার ঘটনা ঘটছে।